কাগজের কারুশিল্প

মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন*

সারসংক্ষেপ : শিল্পচর্চা নদী ও সাগরের স্রোতধারার মতোই। যে কোনো বিষয়ে এই শিল্পচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মাধ্যম। বর্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ কারুশিল্প চর্চার মাধ্যম হলো কাগজ। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে এটা অন্যতম। কাগজের কারুশিল্পের ক্ষেত্রে এদেশে তেমন কোনো অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি। এই কাগজের কারুশিল্প সূচনালগ্ন থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত এর বিবর্তন, মোটিফ, শিল্পসৌকর্য, ব্যবহার উপযোগিতা, করণকৌশল ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এদেশের জনগণের উৎসবপ্রিয়তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা এ অঞ্চলের কাগজের কারুশিল্পগুলোকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে, তা প্রমাণিত হয়েছে।

সেই আদিম যাযাবর জীবন থেকে আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে কারুশিল্পের নানান জিনিস, সামগ্রীর সম্মিলন ঘটেছে। এইসব কারুশিল্পকে নতুন নতুন মাধ্যমের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মাধ্যম হিসেবে কাগজও যুক্ত হয়েছে কারুশিল্প নির্মাণে। অবশ্য কাগজ নিজেও একটি কারুশিল্প সামগ্রী। কাগজ হলো একটি সেলাইবিহীন Non woven বস্তু। যা মূলত গাছের কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত হয়। প্রধানত কাঠ, বাঁশ, ঘাস, পুরোনো কাগজ, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি কাগজ তৈরির উপাদান। লিখবার ধারণা থেকে মানুষ কাগজ ব্যবহার করে। পরে ছবি আঁকার জন্য অথবা কোনো কিছু মোড়ানোর জন্য ব্যবহার হয়। এখন সাদাসহ রংবেরঙের কাগজ তৈরি হলেও প্রথম দিকে শুধু সাদা কাগজ তৈরি হত (হোসেন, ২০১৯ : ৮)।

প্রথম কাগজ তৈরির প্রসেস লিপিবদ্ধ হয় চীন দেশে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫-২২০ সালে ইস্টার্ন হান-এর আমলে (হোসেন, ২০১৯: ৮)। কাগজ হচ্ছে ফারসি শব্দ। কাগজের ইংরেজি শব্দ 'Paper' প্যাপিরাস শব্দ থেকে এসেছে। প্যাপিরাস গাছের বাকল থেকে এই

* সহযোগী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্যাপিরাস তৈরি হয়। প্রাচীন চীনে দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে হান জাতির চাই লুন নামের একজন মণ্ড দ্বারা তৈরি কাগজ আবিষ্কার করেন। চীন দেশেই সর্বপ্রথম কাগজের আবিষ্কার ও ব্যবহার হয়েছিল (রাব্বি, ২০০২ : ২)।

কাগজের প্রচলন চীন থেকে ধীরে ধীরে তিনশো শতাব্দীতে ভিয়েতনামে, পাঁচশো শতাব্দীতে জাপানে, আটশো শতাব্দীতে মুসলিম দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে (হোসেন, ২০১৯ : ৮)। এরপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ মধ্যযুগে ইউরোপে কাগজ তৈরি শুরু হয়। এখানে সর্বপ্রথম পানি চালিত কাগজ উৎপাদনের কাগজকল ও কলকব্জা বা মেশিন আবিষ্কার ও নির্মাণ করা হয়। ১৫৮৮ সালে ব্রিটেনে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে পেপার মিলে কাগজ উৎপাদন শুরু হয় (হোসেন, ২০১৯ : ৮)।

ব্রিটিশ ভারতে বেশ কয়েকটি উন্নতমানের কাগজ কলের প্রতিষ্ঠা হয়, যেগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল চিটাগড়ের কাগজ কল। শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম ১৮২০ সালে কাগজের মণ্ড তৈরির জন্য বাস্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়েছিল (ইসলাম, ২০০৩ : ২২৬)। বাংলাপিডিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষত মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইল-এ দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হতো মেস্তা (একপ্রকার দেশি শণ) এবং পাট গাছ থেকে। কয়েক প্রকার কাগজ প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে আফসানি ও তুলোট কাগজ উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত তুলা থেকে এই তুলোট কথাটি এসেছে" (ইসলাম, ২০০৩ : ২২৬)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চট্টগ্রামে সরকারি উদ্যোগে কর্ণফুলি কাগজ কল, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস ও পাবনায় নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কয়েকটি কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব কলে প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের কাগজ উৎপাদন হচ্ছে। এছাড়াও হাতে তৈরি কাগজ উৎপাদন থেমে নেই।

কাগজ আবিষ্কার সভ্যতার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে শিল্প, শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দ্বার সবার জন্য উন্মোচিত হয়। কাগজ মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। বড়, ছোট, পুরু, মোটা, পাতলা ইত্যাদি নানা রকমের এবং নানাবর্ণের বা নানা টেক্সচারের কাগজ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে নানারকমের কারুশিল্প তৈরি হয়–পুরোনো কাগজজাত দ্রব্য, খেলার তাস, কাগজজাত মনোহারী, বই বাঁধাই, প্যাকেজিং, মুদ্রণ ব্লক তৈরি, কাগজের ব্যাগ, টিস্যু, বিভিন্ন ধরনের কাগজের ফুল ইত্যাদি।

কাগজের কারুশিল্প দুভাবে তৈরি হয়-(১) হাতে তৈরি (Manual) (২) যন্ত্র দ্বারা

তৈরি (Machine Made)। কাগজের তৈরি নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর শিল্পিত রূপায়ণই হলো কাগজের কারুশিল্প। কাগজের কারুশিল্প ব্যবহারিক দিক দিয়ে সবার মনে সৌন্দর্যবোধের সঞ্চার করে। এই শিল্পের বড়ো অংশ জুড়ে আছে অরিগামি। অরি মানে ভাঁজ করা, গামি মানে কাগজ, আর অরিগামি হলো কাগজ ভাঁজ করে করে শিল্পসম্মত ডিজাইনে তৈরি করা জাপানি কাগজের কারুশিল্প (আইচ, ২০১৯:৮৮)। এটি জাপানে বহুল পরিচিত। শুধু কাগজ ভাঁজ করে অসংখ্য খেলনা, পশুপাখি, মানুষের মুখ ও মুখোশ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। যখন কাগজ ছিল না তখন কাপড়ের তৈরি অরিগামির ন্যায় বহু কিছু দেখা যায়। আকিরা যোশীবাওয়া বা ইয়োশিকাওয়া আকিরা[১] কয়েক হাজার অরিগামি মডেল রেখে গেছেন। কাগজ ভাঁজ করে করা তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি পৃথিবী বিখ্যাত (অরূপচন্দ্র, ১৯৯৮ : ২৮-২৯)।

কারুশিল্পের সৃষ্টি ও কলাকৌশল প্রসঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ বোয়াসের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন : "Productive artists are found among those who have mastered a technique" (আলম, ১৯৯৯ : ৪২)। কাগজ দিয়ে তৈরিকৃত কারুশিল্পের করণকৌশল সহজ, উপকরণও সহজলভ্য। কাগজ, কাঁচি, আঠা এই তিনের সমন্বয়ে অনেক কারুখচিত নানা রকম মোটিফ করা যায়। এই সজীব অলংকরণের মূল প্রেরণা হলো প্রকৃতি। এখান থেকেই তৈরি হয় বিশেষ ও নিখুঁত দৃষ্টি। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতির ফুল, ফল, পাতা, পাখি, চাঁদ, সূর্য, তারা, নৌকা, পানি, ঘরবাড়ি ইত্যাদিতে আকারগত সূক্ষ্মতা দেখা যায়। প্রকৃতি তার বিরাট কারু ঐশ্বর্য সাজিয়ে বসে আছে তা থেকে কাগজের কারুশিল্পীরা নিজের মতো করে চরিত্রগত গুণ বজায় রেখে সহজভাবে ভাগ করে প্রকাশ করে। উপকরণ ও উপকরণের অন্তর্গত নকশার চয়ন এবং কাগজের কারুশিল্প তৈরিতে এর অনিবার্য প্রয়োজন। এ শিল্পের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। এমন সমীকরণে বাংলাদেশে যেসব কাগজের কারুশিল্প তৈরি হয়। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

নৌকা, উড়োজাহাজ বা রকেট, শাপলা, পাখি

কাগজের তৈরি কারুশিল্পের মাধ্যম কাগজ, যা দিয়ে সহজেই কিছু না কিছু করা যায়। প্রায় সব মানুষই জীবনে কোনো না কোনো সময়ে কাগজের নৌকা তৈরির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কাগজকে আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে নৌকা বানানোর এই অভিজ্ঞতা বিশ্বজয়ের মতো। তারপর তাকে বৃষ্টির পানিতে ভাসানো, যেন এক রোমাঞ্চকর কারুশিল্পে রূপ নেয়। কাগজের উড়োজাহাজ বা রকেট শৈশবের গতিময়তাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কাগজ দিয়ে সহজভাবে তৈরি করা উড়োজাহাজ বা রকেট শূন্যে ছুড়ে ওড়ানোর অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানমনস্ক অনুভূতি। কাগজ দিয়ে জাতীয় ফুল শাপলাকে নির্মাণ যেন জাতীয়তাবোধের প্রথম পাঠ। শাপলা পানিতে ভাসে। কাগজের শাপলা তৈরির

মধ্য দিয়ে নদীমাতৃক এদেশের পানির সাথে সম্পর্কের যোগসূত্র ঘটে। কাগজের পাখি তৈরি যেন ওড়ার বাসনাকে বিভোর করে তোলে। এককথায় কল্পনাকে উসকে দিতে এদের জুড়ি নেই। কাগজ দিয়ে অনেক ধরনের পাখি তৈরি করা যায়। বংশপরম্পরায় এই কার্যক্রমটি চলছে।

কাগজের মণ্ড

ফরাসি পাপিয়ের মাশ বা পেপার মাসে এই শব্দটির তরজমা হলো 'চিবানো কাগজ' (আইচ, ২০০৯ : ২৬৫)। পাপিয়ের মাশ বা কাগজের মণ্ড[২] ব্যবহার করে ফ্রি স্ট্যান্ডিং কারুশিল্প, রিলিফ, টেক্সচার, বিভিন্ন লেয়ার বা স্তরে ইচ্ছেমতো কাজ করা যায়। এটি এমন একটি উপাদান যা খুব সহজেই চাহিদা অনুযায়ী আকার আকৃতি প্রদান করা সম্ভব। সেই সঙ্গে রং করতে চাইলে সহজেই তা রং করা যায়। ছাঁচ তৈরি করে তাতে কাগজের মণ্ড ব্যবহার করে বেশি মাত্রায় উৎপাদনের সুযোগ পাওয়া যায়। কমল আইচ তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, "অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে আসবাবপত্রের ছোট ছোট জিনিস এবং সজ্জাদ্রব্য বানাতে পাপিয়ের মাশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত" (আইচ, ২০০৯ : ২৬৬)। যদি কারুশিল্পটি আকারে বড়ো হয় তাহলে একটু মোটা তারের আর্মেচার[৩] ব্যবহার করার দরকার হয়। আকারটা ছোট হলে প্রাথ মিক আকারটা একটু শক্তপোক্ত হওয়া দরকার যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কাগজ বা মণ্ডের আস্তরণ লাগানোর সময়ে এটা চুপসে না যায় (Mattil, 1962: 95)। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ধীরে ধীরে অভিপ্রেত রূপটি তৈরি হয় তেমনি এর ফলে কাঠামোটিও শক্তিশালী হয়। পরে এতে রং করারও সুযোগ থাকে।

মুখোশ

'মুখকোশ' শব্দ থেকে মুখোশ[৪] শব্দটি উৎপন্ন (চক্রবর্তী, ২০০৫ : ৪৪৩)। নানা উপকরণে মুখোশ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে কাগজ অন্যতম। কাগজ ও কাগজের মণ্ড দিয়ে মুখোশ নির্মাণ করা হয়। সাধারণত কাগজের মণ্ড ছাঁচে ফেলে মুখোশ তৈরি করা হয়। পরে তার উপর রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। দেব-দেবী, জীবজন্তু ও মানুষের মুখাকৃতি কাগজের মাধ্যমে সরল বা সহজ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়। কোনো কোনো মুখোশ নানান রঙে চিত্রিত করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই মুখোশের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ১লা বৈশাখে বর্ষবরণে মঙ্গল শোভাযাত্রায় কাগজের মুখোশের ভূমিকা অনেক।

পুতুল

বাংলাদেশের কারুশিল্পের মধ্যে পুতুল খুব জনপ্রিয়। ঐতিহ্যময় পুতুল বিয়ে শৈশবের

এক আবেগীয় ঘটনা। কাগজ বা কাগজের মণ্ড দিয়ে কখনো হাতে, কখনো ছাঁচে ঐতিহ্যবাহী কায়দায় পুতুল তৈরি হয়। কোনো কোনো পুতুলকে নানা রঙে চিত্রিত করা হয়। কাগজের মণ্ড ছাড়াও নানা রকমের কাগজ দিয়েও পুতুল তৈরি হয়। "পুতুল কখনো মানুষের আকৃতি, কখনো পশু পাখির আকৃতি বা কখনো গাড়ি, পালকি, নৌকা প্রভৃতি ফিগারে প্রস্তুত হয়" (সিরাজুদ্দিন, ১৯৮৫ : ৫৮)।

কাগজের কোলাজ

একটি ছবি বা কাগজের কারুশিল্প তৈরিতে নানা ধরনের ও নানা রঙের কাগজ, কাগজের ক্লিপিং, কাগজের টুকরা, ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এইসব কাগজ দিয়ে একটি ছবি বা কাগজের কারুশিল্প তৈরির জন্য কোলাজ[৫]- এর একটা রূপকে বোঝাতে 'পাপিয়ের কোলে'[৬] শব্দটি ব্যবহার করা হয়। দশম শতাব্দীতে চীনে এ ধরনের আবিষ্কারকে জনপ্রিয় বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল (আইচ, ২০০৯ : ২৬৫)। কোলাজের কৌশলগুলো ২০০ খ্রিষ্টপূর্বে চীনে কাগজ আবিষ্কারের সময় প্রথম দেখা যায়। কোলাজের ব্যবহার দশম শতাব্দী পর্যন্ত জাপানে খুব সীমিত পর্যায়ে বিশেষ করে হস্তলিপি শিল্পীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কোলাজের প্রচলন হয় (রহমান, ২০০৯:৬১)। ফরাসি শব্দ Coller থেকে কোলাজ শব্দের উৎপত্তি। কাগজের কোলাজ হলো কাগজ টুকরো ক্যানভাস বা অন্য কোনো ধারকে আঠা দিয়ে লাগানোর মাধ্যমে কোনো ছবি বা শিল্পকর্মকে প্রকাশ ও কিছু তৈরি করা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এটি চারু ও কারুশিল্পে একটি বিপ্লবের মতো ছিল। কাগজের কোলাজ আধুনিক শিল্পকলায় একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বিকাশ লাভ করে।

খাম, ঠোঙা, ব্যাগ, প্যাকেট

খাম, ঠোঙা, ব্যাগ, প্যাকেট নিত্য ব্যবহার্য অনুষঙ্গ। যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দোকান থেকে নানান রকম জিনিস ক্রয় করা হয়। দোকানিরা এসব ক্রয়কৃত জিনিস কাগজের ব্যাগ কিংবা ঠোঙায় দিয়ে থাকে। ব্যাগ, ঠোঙা ও প্যাকেট বিভিন্ন সাইজের হয়। যেমন কম জিনিসের জন্য ছোটো ব্যাগ বা ঠোঙা, আবার বেশি জিনিসের জন্য বড়ো ব্যাগ বা ঠোঙা। এগুলো বিভিন্ন মনোরম রঙে হয়। কখনো কখনো এগুলোর গায়ে চিত্রিত করা হয়। চিঠিপত্র কিংবা দরকারি কাগজপত্র কোথাও পাঠাতে ব্যবহার করা হয় খাম। এগুলোও বিভিন্ন আকার ও রঙের হয়ে থাকে। প্যাকেটের ক্ষেত্রেও ঔষধের প্যাকেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকের কাগজের প্যাকেট তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে আর্ট কার্ড বা কিছুটা মোটা কাগজ ব্যবহার করা হয়। এগুলো করতে অনেকটা হাতের পাশাপাশি যন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এর জমিনে হাতে, স্ক্রিন প্রিন্টে বা প্রিন্টিং প্রেসের সাহায্য নেওয়া হয়। এগুলো স্ব-স্ব

কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। কাগজের বাক্স তৈরির ক্ষেত্রে কার্টন বা কার্ড বোর্ড ব্যবহার করা হয়। কমল আইচ বলেন, "কার্ড বোর্ড হলো সেলুলোজ ফাইবার বা উড পাল্প থেকে তৈরি বিভিন্ন থিকনেস- এর রকমারি কাগজের সাধারণ নাম" (আইচ, ২০০৯ : ১১০)। বাজারে গিয়ে দেখা যায় দুই ধরনের কার্ড বোর্ড আছে-সাধারণ কার্ডবোর্ড এবং আর্চাইভাল কার্ডবোর্ড[৭]। এগুলো চাহিদানুযায়ী সংগ্রহ করে বাক্সসহ নানা ধরনের কারুশিল্প তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ঘুড়ি

কাগজের ঘুড়ি, ছোটো-বড়ো সবার আকর্ষণীয় দেশজ খেলনা। আকাশে মনের আনন্দ ছড়িয়ে দেয় এই ঘুড়ি যা সুতোর সাহায্যে উড়ানো হয়। তোফায়েল আহমদ *লোকশিল্প* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "চঙ্গ, পেটকাটা, ডাববাস, পতঙ্গা, তেলেঙ্গা বাক্স প্রভৃতি নামে বিভিন্ন আকৃতির এসব ঘুড়ি হয়ে থাকে। এ ঘুড়ি রং তুলি দিয়ে, কাঠের ব্লকের ছাপ মেরে অথবা কাগজ কেটে অলঙ্কৃত করা হয়। গৌরীপুর অষ্টমীর মেলায় ময়ূর ও বাঘের ছাপ চিত্র সম্বলিত পেট কাটা ঘুড়ি প্রভৃতির প্রচুর আমদানি হয়" (আহমদ, ১৯৮৫ : ৫৭-৫৮)। মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় জানা যায় বছরের সব সময়ই কমবেশি ঘুড়ি উড়ানো হয়। তবে শাকরাইনকে ঘিরে ঘুড়ি উৎসবে পরিণত হয়। এই উৎসবে বিশেষ করে পুরান ঢাকায় শত শত ঘুড়িতে আকাশ ঢেকে যায়। সাদা, লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি। সবুজ নানা রঙের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি তৈরি করা হয়। দেখা যায় প্রতিযোগিতার ঘুড়িতে লেজ থাকে না। ওয়াকিল আহমদের *লোকসংস্কৃতি* বইতে উল্লেখ আছে যে, "চৈত্র্য মাসে দিন ধার্য করে এই প্রতিযোগিতা হয়। হিন্দু সমাজে মকর সংক্রান্তি ও বিশ্বকর্মার দিনটিকে 'ঘুড়ি-দিবস' বলে গণ্য করে ঘুড়ি ওড়ানো হয়" (আহমদ, ২০০৭ : ১৪৫)।

ফানুস

ফানুস বা আকাশ- লণ্ঠন হলো কাগজে তৈরি একটি ছোট উষ্ণ বায়ু বেলুন। সিনোলজিস্ট জোসেফ নিধামের মতে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চীনারা যুদ্ধের সময় সংকেত প্রদানের লক্ষ্যে ছোটো ছোটো উষ্ণ বায়ু বেলুন নিয়ে প্রথম পরীক্ষা করেছিল। খ্রিষ্টানরা বড়োদিনে স্টার অফ বেথেলেহেমের প্রতীক হিসেবে আকাশে ফানুস ওড়ায় যা নতুন বছরের প্রত্যাশা নিয়ে আসে। বাংলাদেশে কবে, কখন, কোথায় এটা শুরু হয়েছে তা ঠিক বলা যায় না, তবে বৌদ্ধদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফানুসের আকৃতি যেন মহাজাগতিক কোনো উপাদান। আগুনের সংস্পর্শে এলে কিছু সময় ওড়ার পরে অজানা আকর্ষণে মিলিয়ে যায়। লাল, নীল, হলুদ, সাদা ইত্যাদি রঙের কাগজের তৈরি ফানুসের ভিতর হতে মৃদু পবিত্র আলোকছটা বিকীর্ণ করে

এ শিল্প আরও মহিমান্বিত হয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধগণ ফানুস উড়িয়ে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করে। এছাড়াও এদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এখন ফানুস ওড়াতে দেখা যায়।

কার্ড

কাগজের কারুশিল্প হিসেবে কার্ডের সামাজিক ভূমিকা রয়েছে। কার্ডের আদানপ্রদান মানুষের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে, ভালোবাসা জাগ্রত করে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, জাতীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের কার্ডের আদানপ্রদানের ব্যাপকতা রয়েছে। এই ডিজিটাল যুগেও এর আবেদন শেষ হয়ে যায়নি। হাতে তৈরি কার্ড, তার একটা শৈল্পিক গুণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে কাগজের কার্ড এর নকশা, চিত্রণ, আকার, আকৃতি বাংলাদেশকেই উপস্থাপন করে।

বিয়ে, জন্মদিন, জাতীয় অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত কাগজের কারুশিল্প

বিয়ের অনুষ্ঠানে রঙিন কাগজ দিয়ে বা কেটে কেটে বিভিন্ন রকমের কারুময় নকশা করা হয়, যা বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ। এই অনুষ্ঠানে কাগজের নকশার মূল সূত্র হচ্ছে Repeatation বা পুনরাবৃত্তি। এছাড়াও কাগজে প্রয়োজনানুযায়ী রংতুলি দিয়ে নকশা চয়ন করা হয়। এই নকশাগুলো মূর্ত-বিমূর্ত হয়ে থাকে। কখনো কখনো ধর্মীয় সংকেতের ব্যবহারযুক্ত। জন্মদিন পালনের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে এই দেশে। এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়। একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কারুখচিত কাগজের কারুশিল্প ব্যবহার হয়। বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানকে সাজানোর ক্ষেত্রে কাগজের কারুশিল্পের জুড়ি নেই। কাগজের মুকুট, ঝালর, ফুল, মাছ, পাখি, ত্রিকোণাকৃতি নিশান সদৃশ, মুখোশসহ নানা অনুষঙ্গ যুক্ত করা হয়। এই কাগজের নকশাগুলো ছন্দের সমতা আনে। উৎসবকে নির্দিষ্ট ধারায় রাঙিয়ে তোলে। বিয়ে, জন্মদিন, জাতীয় অনুষ্ঠানের উৎসবপ্রিয়তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা এ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত কাগজের কারুশিল্পগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

মিশ্র মাধ্যমে কাগজের কারুশিল্প

মাঠকর্মের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় অনেক কারুশিল্প মিশ্র মাধ্যমে হয়। শোলা, কাগজ, কাপড়, শলা, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে এগুলো তৈরি করা হয়। শোলার সাথে কাগজ, কাপড়ের সাথে কাগজ বা অন্য মাধ্যমের সাথে কাগজ যুক্ত হয়ে, নতুন মাত্রার এবং দৃষ্টিনন্দন কারুশিল্প নির্মিত হয়। সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। *লোকসংস্কৃতি* গ্রন্থের বর্ণনা থেকে প্রসঙ্গটি অনুধাবন করা যায়, "বাড়িতে কোন বড়

ধরনের অসুখ হলে অথবা ঘোর বিপদ দেখা দিলে কলা গাছের খোল বা বাকলের ভেলায় খোয়াজ খিজিরের নামে বেরা (ভেলা) ভাসানো হয়। লাল, নীল কাপড় বা রঙিন কাগজে সাজানো ভেলায় থাকে খোয়াজ খিজিরের নামে শিরনি, পাঁচটি প্রদীপ ও তামার পয়সা" (আহমদ,২০০৭ : ৩৩৮)। ময়মনসিংহে এবং উত্তর বঙ্গে আচারটির প্রচলন আছে। "মনসা পূজাকে উপলক্ষ করে বাঁশের শলা, কাগজ, শোলা, রং প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন নকশায় মনসার মেড় তৈরি হয়। পূজা শেষে মেড় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়" (আহমদ,২০০৭:১৯৩)। এই গ্রন্থে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, "শোলা নির্মিত হাতপাখা গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে ঘরে টাঙানো হয়। এ জাতীয় পাখা তৈরির জন্য প্রথমে শোলার পাত পরস্পরের সাথে জুড়ে গোলাকার একটি পাখা বানানো হয়। এরপর পাখার জমিনের উপরে কাগজ কেটে ফুল-পাতার মোটিফ তৈরি করে এঁটে দেওয়া হয়"(আহমদ, ২০০৭ : ১৬৪)।

এছাড়াও কাগজ লিখতে, চিত্র অঙ্কনে, ছাপাতে, দ্রব্যের মোড়ক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। চিঠি, বই ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন সাধিত হয়, সমৃদ্ধ হয়। যেসব অ্যাপ্লায়েড আর্ট গৃহসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয় কাগজের কারুশিল্প সে অনুযায়ী এটা ডেকরেটিভ আর্ট বা আলংকারিক শিল্প। কাগজ দিয়ে গৃহসজ্জার জন্য তৈরি বিভিন্ন ধরনের নকশা, ফর্ম, ল্যাম্পসেড, কলমদানি, আয়না ইত্যাদি অপরিহার্য জিনিস। হালখাতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে কাগজের নানারকম কারুশিল্প ব্যবহৃত হয়। ফুল, লতা, পাতা, প্রাণী ও জ্যামিতিক এবং কাল্পনিক নকশার বিচিত্র সমাহার ঘটে এসব অনুষ্ঠানে। নকশি কাঁথার মোটিফ[৮] ও আল্পনার মতো সৃষ্টিধর্মী বিকাশে কাগজ এক মনোরম মাধ্যম। পান পাতা, আমপাতা, হিজলপাতা, প্রজাপতি, হাতি, ঘোড়া, পাখি, কুমির, মাছ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, মনোরম ঝালর প্রভৃতি নকশাসংবলিত বিচিত্র ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। অধিক ব্যবহৃত কাগজের কারুশিল্প হিসেবে মালা, চেইন, নিশান যেকোনো সজ্জার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে। কাগজের দৃষ্টিনন্দন সাপ, নৌকা, পালকি, চরকি, গাড়ি ইত্যাদি শিশু খেলনাও শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য অন্যতম আকর্ষণ ও আনন্দ বর্ধন করে। বাংলাদেশে ১লা বৈশাখ অর্থাৎ বর্ষবরণে যে মঙ্গল শোভাযাত্রা হয় তার প্রধান উপকরণ বাঁশ এবং কাগজ। কাগজ ছাড়া মঙ্গল শোভাযাত্রা কল্পনা করা যায় না। কাগজের কারুশিল্প এখানে এসে পূর্ণতা পায়।

প্রত্যেক জাতির আলংকারিক কাজে জাতিগত একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কাগজের কারুশিল্প এর প্রভাবমুক্ত নয়। আলংকারিক পরিকল্পনায় পদ্মের স্থান সর্বাগ্রে। এই মোটিফটি নকশি কাঁথা থেকে শুরু করে কাগজের কারুশিল্পে পরিলক্ষিত হয়। তারপর

আম পাতা, অশ্বত্থ পাতা, ফার্ন পাতা, লতা-ফুল-ফল, পাখি আয়না, চিরুনি, হাঁড়ি বাসন, সরতা, কাঁচি, দাও, বটি, কুলা, ঢেঁকি ইত্যাদি সুলভ মোটিফের ব্যবহার হয়। সর্বোপরি যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র তারই প্রতিফলন হয় কাগজের কারুশিল্পে। বিভিন্ন রঙের কাগজ বা রং দিয়ে কাগজের পটে প্রয়োগ করে বহু চর্চার ফলে বহুমাত্রায় আয়ত্ত করা হয় এই শিল্প। প্রত্যেকেরই নিজস্বতা আছে। সেই নিজস্ব বা ব্যক্তিগত রুচি থেকেই প্রতিটি কাগজের কারুশিল্পে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আসে। গ্রাম এবং শহরের ছেলে-মেয়ে বা নারী-পুরুষ উভয়ই কাগজের কারুশিল্পী। এদের তৈরি কাগজের কারুশিল্পের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগসূত্র রয়েছে। প্রথম দিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, নিজস্ব প্রয়োজনে, শিশু, প্রিয়জন বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রয়োজনে বা উপহার সামগ্রী হিসেবে তৈরি হতো। এখানে মূল বিষয় ছিল সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিকে প্রকাশ, বাণিজ্য নয়। পাশাপাশি মেলা, হাট, বাজার, শহরকেন্দ্রিক দোকানে কেনাবেচা হতো। এখানে শৈল্পিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে বাণিজ্যিক দিকটি প্রধান হয়ে ওঠে এবং ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যিক সামগ্রী হিসেবেও কাগজের কারুশিল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে সামগ্রী হিসেবে চাহিদা বাড়ায় বাণিজ্যিক কাগজের কারুশিল্পের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে উৎপাদনে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। এছাড়াও প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয় অন্যান্য সামগ্রীর সাথে। এদিকে ভোক্তাদের জীবনধারার চাহিদা, রুচিমাফিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে গিয়ে গড়নে, নকশায়, ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনা হয়। হস্তগত কৌশলের সঙ্গে যান্ত্রিক কৌশলও সংযোজন হয়েছে। এর ফলে ঐতিহ্যিক কাগজের কারুশিল্পের দ্রুত রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তর ধারা প্রবহমান যা বয়ে চলে ভবিষ্যৎ থেকে ভবিষ্যতে।

সম্ভাবনাময় এই কারুশিল্প অবহেলার মধ্য দিয়ে অনেকদূর এগিয়েছে। লোকায়ত জ্ঞানকে পুঁজি করেই এই পথ চলা। হয়তো দু-একটি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি উদ্যোগে এর প্রশিক্ষণ বা প্রাসঙ্গিক সহায়তা প্রদান করছে। এটা একদমই অপ্রতুল। এর জন্য প্রয়োজন গবেষণা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিত্তবানদের সুদৃষ্টি। কতকিছু করার আছে এই শিল্পকে নিয়ে; কাগজের কারুশিল্প সংগ্রহশালা, এ শিল্প সম্পর্কিত ডিজাইন ব্যাংক তৈরিকরণ, এ শিল্প নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, শিল্পীদের যথাযথ মর্যাদা দেয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে বিষয়টি পড়ানো, বিসিক কর্তৃক এ সম্পর্কে জোরালো পদক্ষেপ নেয়া ইত্যাদি। তবে আশার আলো উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের কারুশিল্প বিভাগে বি.এফ.এ সম্মান পর্যায়ে 'কাগজ ও কোলাজ শিল্প'[৯] নামে একটি কোর্স শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছে। এম. এফ. এ প্রোগ্রামে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়েছে। এম. ফিল. বা পিএইচ. ডি. প্রোগ্রামেও কোনো গবেষক গবেষণা করতে পারবেন।

পরিশেষে বলতে হয় বাংলাদেশে লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু একইভাবে চাকরির সুযোগ বাড়ছে না। অনেকেই বেকার জীবন যাপন করছে। বেকারত্বের কারণে নেমে আসছে হতাশা। ফলে সমাজে তৈরি হচ্ছে নানা রকম সামাজিক সমস্যা। এজন্য দরকার নতুন ধরনের আয়ের উৎস খুঁজে বের করা। অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করা, উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব। মাঠ পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণকল্পে কাগজের কারুশিল্প উল্লেখযোগ্য পণ্য হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। কাগজ দিয়ে কারুশিল্প তৈরি একটি সৃষ্টিশীল কাজ। পরিবেশ উপযোগী এই মাধ্যমটি পাওয়া যায় খুবই সহজে। সবচেয়ে বড়ো কথা সহজে তৈরিকৃত কাগজের কারুশিল্প সবার জন্য সব সময়ই পরিবেশবান্ধব।

টীকা

১। আকিরা যোশীবাওয়া বা ইয়োশিকাওয়া একজন আকিরা জাপানী অরিগামি শিল্পী। তাকে আধুনিক অরিগামির জনক বলে।

২। ফরাসি 'পাপিয়ের মাশ' এর বাংলা অর্থ 'কাগজের মণ্ড'। তবে বাংলাদেশে এটি 'পেপার ম্যাশ' নামে বহুল পরিচিত।

৩। আর্মেচার (Armature) এর আভিধানিক অর্থ ডাইনামোর বা বৈদ্যুতিক মোটরের ভেতরকার প্যাঁচানো তারের কুণ্ডলী। বড় ধরনের পাপিয়ের মাশের কারুশিল্প তৈরিতে আর্মেচার অর্থাৎ ভেতরে প্যাঁচানো তারের ফ্রেম ব্যবহার করা হয়।

৪। মুখোশ অর্থ মুখাবরক, মুখচ্ছদ, ছদ্মমুখ, নকলমুখ ইত্যাদি।

৫। ফরাসি শব্দ Coller থেকে কোলাজ, যার অর্থ কোনো কিছু আঠা দিয়ে লাগানো। কোলাজ হলো কোনো কিছু যেমন কাগজ বা কাঠ বা কাপড়ের টুকরোকে কাগজ, ক্যানভাস, কাঠ বা অন্যকিছুর উপরে লাগানোর মাধ্যমে শিল্পকর্মকে প্রকাশ।

৬। ফরাসি 'পাপিয়ের কোলে' শব্দটির উৎপত্তি 'সাঁটানো কাগজ' থেকে।

৭। আর্চাইভাল কার্ডবোর্ড তৈরি করা হয় সাধারণ কার্ডবোর্ডের অম্লত্ব দূরীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই কাগজ সাধারণত প্যাকিং বাক্স তৈরিতে লাগে।

৮। কাগজের কারুশিল্পের মোটিফের বিষয়বস্তু বা বক্তব্যগুলো ধর্মীয় নানা ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান লৌকিক সংস্কার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভূদৃশ্য ও গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি এবং শিল্পীর সমসাময়িক কালের খণ্ড খণ্ড ঘটনা। এসবের চিত্রগত, নকশাগত বা তৈরিকৃত কোনো কিছুর রূপই হচ্ছে মোটিফ।

৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুশিল্প বিভাগের ১ম বর্ষ বি.এফ.এ সম্মান প্রোগ্রামের একটি কোর্সের শিরোনাম।

CRAFT 106 কাগজ ও কোলাজশিল্প (Paper & Collage Art)
পূর্ণমান : ৫০ (ইনকোর্স : ২৫ + পরীক্ষা : ২৫)

মাধ্যম : কাগজ, কাগজের মণ্ড (পেপার ম্যাশ) ও কোলাজ ব্যবহার উপযোগী উপকরণ ইত্যাদি।
বিষয় : উন্মুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

অরূপ চন্দ্র, ১৯৯৮। শিল্পের ব্যাকরণ, পশ্চিমবঙ্গ : সুজয়া প্রকাশনী।

একে এম আতিকুর রহমান, ২০০৯। চারুকলা পরিচিতি, ঢাকা : বাংলা প্রকাশ।

ওয়াকিল আহমদ, ২০০৭। লোকসংস্কৃতি, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

কমল আইচ, ২০১৯। শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী।

ফজলে রাব্বি, ২০০২। ছাপখানার ইতিহাস, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

ড. বরণকুমার চক্রবর্তী, ২০০৫। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, কলকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, ১৯৮৫। কুটির শিল্প, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ২০১৯। ফান্ডামেন্টাল অফ পাল্প এন্ড পেপার মেকিং, ঢাকা : বাংলাদেশ পাল্প এন্ড পেপার।

তোফায়েল আহমদ, ১৯৮৫। লোকশিল্প, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

সিরাজুল ইসলাম, ২০০৩। বাংলাপিডিয়া খণ্ড ২, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

সৈয়দ মাহবুব আলম, ১৯৯৯। লোকশিল্প, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

Edward L. Mattil, 1962. Meaning in Crafts. , The United States of America: Prentice-Hall, INC. Englewood Cliffs, N.J.

ইন্টারনেট

https://bn.wikipedia.org/wiki/কাগজ#ইতিহাস------- ১৯:৩১ টার সময়, ১৯ অক্টোবর, ২০১৯।
https://bn.wikipedia.org/wiki/ফানুস#ইতিহাস------- ০৭:২১ টার সময়, ১৭ এপ্রিল, ২০২০।